গান্ধীজী ও আনোয়ার

(সংকলিত)

গান্ধীজী আশ্রমে চরকায় সূতো কাটছেন আর ভাবছেন কি ক'রে দেশের হাজার হাজার গরিব মানুষদের পেটে ভাত আর পরণের কাপড় জোগানো যায়। ঠিক তখনই কম বয়সী একটি ছেলে আশ্রমে এলো। নাম আনোয়ার। দর্জির ছেলে। গান্ধীজীর আশ্রমে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য দরজা সবসময় খোলা, তাই ছেলেটির বিশেষ অসুবিধে হ'ল না।

আনোয়ার গান্ধীজী সম্পর্কে তার বাবার কাছে অনেক কিছুই শুনছে বিদেশীদের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য তিনি নানা ধরণের আন্দোলন করেছিলেন। সে গান্ধীজীকে দেখেনি কোনদিন। কিন্তু কল্পনায় গান্ধীজীর এক বিশেষ ছবি এঁকে নিয়েছিল। তিনি লম্বা, এইসা তাগড়া জোয়ান। পেশীবহুল হাত পা। তা না হলে ইংরাজদের সঙ্গে লড়বেন কি ক'রে ? পরনে সুন্দর জরির পায়জামা-পাঞ্জাবী, চোখে চশমা মাথায় মৌলবী সাহেবের মতো দামী টুপি। আর বিদ্যে বুদ্ধিতে ওর মাস্টার মশাই এর হাজার গুণ।

কিন্তু আনোয়ারের কল্পনার গান্ধীজী আর সামনে বসে থাকা গান্ধীজীর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলো না। ইনি গান্ধীজী না অন্য কেউ। অতি সাধারণ ধুতি, তাও হাঁটুর উপরে, খালি গা। চোখে চশ্‌মা, সেটাও খুব সাদা মাটা। সহজ সরল মানুষটি চরকায়

সূতো কাটছেন ।

আনোয়ার সাত পাঁচ ভাবছে । এমন সময় গান্ধীজী তাকে ডেকে পাশে বসালেন।

"আপনিই বাপুজী" আনোয়ার জিজ্ঞাসা করল ।

"হ্যাঁ" গান্ধীজী বললেন ।

তারপর দুজনের আলাপ জমে উঠলো । লেখাপড়া দেশ ও দশের কথা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কোনটাই বাদ গেল না ।

"বাপু তোমার গায়ে জামা নেই কেন ?" আনোয়ার হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রল।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. গান্ধীজী কাদের জন্য ভাবতেন ?
2. আনোয়ারের কল্পনার গান্ধীজী কেমন ছিলেন ?
3. 'আমি খুব গরিব কিনা'। কথাটি কে বলেছে ?

"আমার তো জামা কেনার পয়সা নেই ।"

"নেই কেন ?"

"আমি খুব গরিব কিনা ?"

ছেলেটি মনে মনে ভাবলো আহারে ! বেচারার একটা জামা পর্যন্ত নেই ।

"আচ্ছা ! মাকে বলে তোমার জন্য জামা তৈরি করিয়ে দেব । কোন পয়সা লাগবে না ।

"আমার তো একখানা জামাতে হবে না খোকা ।" মুচকি হেসে বাপুজী বললেন।

"একটা নয় — দুটো - না হয় তিনটে জামা তৈরি করিয়ে দেবো ।" গান্ধীজী রহস্যময় হাসি হেসে বললেন ।" তোমার মা অত জামা তৈরি করতে পারবেন না ।"

"খু-উ-ব পারবে, তুমি বলেই দেখোনা ।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গান্ধীজী বললেন "খোকা আমিতো একা নই। আমার অনেক ভাই - বোন । আমার দেশের চল্লিশ কোটি গরিব ভাই বোনকে

ফেলে রেখে আমি স্বার্থপরের মতো একা একা জামা পরতে পারবো না । সম্পূর্ণ ভারতবর্ষটাই একটা পরিবার । প্রত্যেকটি ভারতবাসী আমার ভাই বোন। একটি বা দুটি জামাতে আমার কি হবে ?"

আনোয়ার বাপুজীর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলো । আর তখনই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ওর নিজের গ্রামের খালি পেট আর খালি গায়ের মানুষগুলির ছবি । তাদের জন্য এই প্রথম দুঃখ অনুভব করলো সে । "সত্যিই তো এই দেশেরই কত ছেলেমেয়ে কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে। আর আমি শুধু নিজেরটাই ভাবছি । ছিঃ আমি কত স্বার্থপর !" আনোয়ারের চিন্তা ভাবনার দিকটাই বদলে গেল সেদিন থেকে ।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

জেনে রাখো

পেশীবহুল — অনেক মাংস পেশীযুক্ত

স্বার্থপর — শুধু নিজের কথা ভাবা

নেতৃত্ব — পরিচালনার দায়িত্ব

তাৎপর্য — আসল মানে

সাদামাটা — সাধারণ

খানিকক্ষণ — কিছু সময়

পাঠ পরিচয়

ছোট্ট ছেলে আনোয়ার গান্ধীজীর কাছে জানতে পারলো একতার অর্থ । সম্পূর্ণ ভারতবর্ষই তো একটি পরিবার ।

বাপুজীর পরকে আপন করে ভাবার এই ভাবনা ছোট্ট আনোয়ারকে হঠাৎই যেন বড় করে তুললো । তার নিজের চিন্তা-ভাবনার পথটাই বদলে গেলো ।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. গান্ধীজী আশ্রমে কী করছিলেন ?
2. গান্ধীজীকে দেখতে আশ্রমে কে এসেছিল ?
3. বাবার কাছ থেকে আনোয়ার কার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছে ?
4. আনোয়ার মাকে বলে গান্ধীজীর জন্য কী তৈরি করে দিতে চেয়েছিল ?

সংক্ষেপে লেখো

5. আনোয়ারের বাবা কী করতেন ?
6. আশ্রমে কাদের জন্য সব সময় দরজা খোলা থাকতো !
7. আনোয়ার কেন গান্ধীজীকে জামা তৈরি করে দিতে চেয়েছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

8. প্রথমে গান্ধীজীর সম্পর্কে আনোয়ারের কী ধারণা ছিল ?
9. গান্ধীজীর অনেক ভাই - বোন, এই কথার মানে কী ?
10. আশ্রম থেকে ফিরে আসার পর আনোয়ারের কী পরিবর্তন হলো ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত (উল্টো) শব্দ লেখো

বিশ্বাস	গরীব
সামনে	সহজ
সম্ভব	দুঃখ

2. শব্দগুলি লক্ষ্য করো

আকাশ থেকে আকাশী, গোলাপ থেকে গোলাপি প্রভৃতি এইভাবে নিচের শব্দগুলি বদল করে লেখো —

গোলাম	সাহেব
বিপ্লব	নবাব
বিদেশ	স্বদেশ

3. শব্দগুলি লক্ষ্য করো

স্বার্থপর	কৃষক
খানিকক্ষণ	চরকা
আলাপ	আশ্রম

4. জেনে রেখো

আমি – আমরা, তুমি - তোমরা, সে - তারা বা অন্য কেউ এইগুলি যা দিয়ে বোঝানো হয়, তা হলো পক্ষ (পুরুষ) ।

পক্ষ তিন রকম — আমি পক্ষ (উত্তম পুরুষ)

তুমি পক্ষ (মধ্যম পুরুষ)

সে পক্ষ (প্রথম পুরুষ) ।

যেমন, আমি দোকানে যাচ্ছি ।

তোমরা বাজারে যাচ্ছ ।

সে রোজ বেড়াতে যায় । ইত্যাদি

এই রকম ভাবে নিচের বাক্যগুলি থেকে আমি পক্ষ, তুমি পক্ষ, ও সে পক্ষ বেছে লেখো —

(ক) তোমার গায়ে জামা নেই কেন ?

(খ) আমার তো জামা কেনার পয়সা নেই ।

(গ) আমি খুব গরিব কিনা ।

(ঘ) তোমার মা অত জামা তৈরি করতে পারবেন না ।

(ঙ) তারা কত স্বার্থপর ।